হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর অফুরান ভালবাসা

এ পৃথিবীতে আল্লাহ্ তাআলা অগণিত নবী রসূল পাঠিয়েছেন। আর সেসব নবী রসূলকে পাঠিয়েছেন নির্দিষ্ট জনপদের জন্য। সমগ্র পৃথিবীর হেদায়াতের মাধ্যম হিসেবে নয়। কিন্তু মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলা আমাদের প্রিয় নবী সারওয়ারে কায়েনাত সাইয়েদুল মুরসালীন, খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন রাহমাতুল্লিল আলামীন হিসেবে সারা বিশ্বের কল্যাণের জন্য, সব মানুষের জন্য ও সব সৃষ্টির কল্যাণের জন্য এবং সর্বকালের জন্য। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। **'ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতুল্লিল আলামীন'** অর্থাৎ আমি তোমাকে সমস্ত বিশ্বের রহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি। তিনি এমন মর্যাদাশীল নবী ছিলেন যার পরশে মাটি সোনায় রূপান্তরিত হতো। সেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলে গেছেন, শেষ যুগে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য, সারা পৃথিবীতে ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়ের লক্ষ্যে রসূলুল্লাহ্‌র উম্মতে এক মহান নেতা 'ইমাম মাহদী (আঃ)'-এর আবির্ভাব ঘটবে। হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সেই নেতা যাকে এ যুগে আল্লাহ্তাআলা পথহারা মানুষকে সঠিক পথে আনার লক্ষ্যে এবং ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়ের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন, তাঁর নাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) যে রসূল করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যথাসময়ে পৃথিবীতে এসেছেন তা আজ অধিকাংশ মানুষ মানতে পারছে না। না মানারও একটা যথাযথ কারণ রয়েছে। ইতিপূর্বে কোন পয়গাম্বর- কেই সবাই এক সাথে গ্রহণ করেনি। কিন্তু ইমাম মাহদী (আঃ) যে আসবেন তা অন্যান্য মুসলমানরা বিশ্বাস করেন ঠিকই, তবে তারা মনে করেন তাঁর আসার সময় এখনও হয়নি। অপর এক মুসলমান দল যারা আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্য তারা বলছেন, হযরত রসূল করীম (সাঃ) ইমাম মাহদী (আঃ) আবির্ভূত হওয়া সম্পর্কে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন তা সবই ইতিমধ্যে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং তিনি হাদীসের আলোকে যথাসময়ে আবির্ভূত হয়েছেন। বর্তমান তাঁর পঞ্চম খিলাফত চলছে। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা যাচাই করে সবার তাকে গ্রহণ করা উচিত ছিলো। যেভাবে রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন "যখন তোমরা তাঁকে দেখতে পাবে তাঁর হাতে বয়াত করো। বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়েও যদি যেতে হয় তবুও তাঁর হাতে বয়াত করবে। নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্‌র খলীফা আল্ মাহদী" (সুনানে ইবনে মাজা, বাবু খুরুজুল মাহদী)। আবার তিনি বলেছেন, "প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব হবে সর্বতোভাবে ইমাম মাহদীর সাহায্য করা অথবা বলেছেন, তাঁর ডাকে সাড়া দেয়া" (সুনানে আবুদাউদ, কিতুবুল মাহদী)

হযরত ইমাম মাহদীকে মান্য করার এমন আরো অনেক তাগিদপূর্ণ হাদীস রয়েছে। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) কখন আসবেন, যুগের অবস্থা তখন কিরূপ হবে সব কিছুই রসূল করীম (সাঃ) স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা সত্ত্বেও এবং আজ তা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতা লাভ করার ফলেও বিবেকহীন মানুষ ইমাম মাহদীকে গ্রহণ করতে পারছে না। সবাই যে আজ ইমাম মাহদীকে সত্য মাহদী হিসেবে চিনতে পারছে না তা কিন্তু নয়, লাখ লাখ বিবেকবান মানুষ আজ ইমাম মাহদীর সত্যতা বুঝে তাঁর ঐশী জামাতে প্রবেশ করেছেন। তারা বুঝতে পেরেছেন, আর কোন মাহদী আসবেন না। যার আসার কথা তিনি এসেছেন। আজ যারা হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-কে মানে না তারা অবশ্যই আল্লাহ্ ও রসূলের আদেশ অমান্য করছেন। তাদের উচিত, যে-ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্দেশ পেয়ে ইমাম মাহদী হবার ঘোষণা করেছেন তাঁর বিরুদ্ধাচরণ না করে তাঁর সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা এবং আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করা তিনি সত্য না মিথ্যা এর নিদর্শন যেন আল্লাহ্ দেখান। কিন্তু তারা আজ এটা না করে সরাসরি তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করছে, যা ইসলামের শিক্ষার বিপরীত।

আজ বিরুদ্ধবাদীরা যে শুধু তাঁকে গ্রহণই করছে না তা নয় বরং তারা তাঁর সম্পর্কে নানা মিথ্যা অপবাদও রটনা করছে। আমরা জানি সব যুগেই একদল এমন থাকে যারা সত্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার। তারা সমাজে শান্তি চান না, তারা শুধু অরাজকতা চান। এ যুগেও আমরা দেখতে পাই এক দল নামসর্বস্ব ধর্মীয় আলেম হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়ে জনমনে বিদ্বেষ সৃষ্টি করছেন। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) সম্পর্কে মিথ্যা রটনা করতে গিয়ে যেমন তারা বলেন, তিনি নাকি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) থেকে বড় নবী দাবী করেছেন, তিনি নাকি শেষ নবী, তিনি নাকি আল্লাহ্‌র সন্তান হবার দাবী করেছেন।

নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক। এ ধরনের নোংড়া অপবাদ তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপন করা হয়। হযরত ইমাম মাহ্দী (আ:) যে কত উচ্চ মার্গের ব্যক্তি ছিলেন তা তারা জানে না বলেই আজ তাঁর সম্পর্কে এ ধরনের নোংরা অপবাদ লাগাতে পারছে।

আজ নামসর্বস্ব আলেমরা সাধারণ জনগণকে এমনভাবে মিথ্যা বলে পোষ মানিয়েছে, তারা মনে করে আসলেই আহমদীয়া জামাতের ইমাম মাহদী নিজেকে রসূলুল্লাহ্‌র চেয়ে বড় মনে করে। তাই তারা ইমাম মাহদী সম্পর্কে আর বিস্তারিত জানতে চান না। সাধারণ জনগণ বুঝেন না, এ নামধারী আলেমরা আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধাচরণ করে কেবল নিজেদের স্বার্থ হাসিল করার জন্য, আর কিছু নয়। তাদের কাছে ধর্ম বলতে কিছুই নেই। তারা নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তিকেই বেশি মূল্য দেয়।

কিছু দিন পূর্বে খতমে নবুওয়ত আন্দোলনের স্বঘোষিত আমীর 'মুফতী' নূর হোসাইন নূরানী 'খতমে নবুওয়ত বর্ষ-কাদিয়ানী আস্তানা ঘেরাও' শীর্ষক ৪০ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এতে তিনি আহমদীয়া জামাত সম্পর্কে অনেক মিথ্যা অপবাদ রটনা করছেন। মুফতী নূরানীর এই পুস্তিকাটি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পক্ষ থেকে পাল্টা জবাব ও চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়। ৩২ পৃষ্ঠার "মুফতি নূরানীর মিথ্যাচার ও আমাদের চ্যালেঞ্জ" নামে আহমদীয়া জামাত এটা প্রকাশ করে। 'মুফতী' নূরানী তার পুস্তিকার ৯ম পৃষ্ঠায় বলেছেন, কাদিয়ানীদের বিশ্বাস ও বক্তব্য ঃ "আমি মুহাম্মদ (সাঃ) থেকে উত্তম নবী" (বারাহীনে আহমদীয়া, পৃষ্ঠা-৫৬)। এই মিথ্যা অপবাদের জবাবে আহমদীয়া জামাতের উত্তর হলো ঃ নাউযুবিল্লাহ। নাউযুবিল্লাহ। 'বারাহীনে আহমদীয়ার কোন খন্ডের কোন পৃষ্ঠাতে এমন কোন দাবীই নেই। মহানবী (সাঃ) হলেন সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে বড় নবী। তাঁর (সাঃ) মাধ্যমে ধর্ম পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে। আর ইসলাম ধর্ম হলো শেষ ও এর রয়েছে পরিপূর্ণ শরীয়ত। তাঁর (সাঃ) চেয়ে বড় হবার কথা হযরত মির্যা সাহেব কখনও দাবী করেন নি করতে পারেনই না বরং হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) মহানবী খাতামান্ নবীঈন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর মহান ও অতুলনীয় মর্যাদা জগতের সামনে তুলে ধরার জন্য আবির্ভূত হয়েছেন। হযরত মির্যা সাহেব লিখেছেন ঃ "আদম সন্তানের জন্য হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) ছাড়া এখন আর কোন রসূল আর শাফী (যোজক) নাই। তাই তোমরা এই ঐশ্বর্যপূর্ণ মহান নবীর সাথে সত্যিকার প্রেমবন্ধন গড়ে তুলতে চেষ্টা কর এবং কোন ক্রমেই অন্য কাউকে তাঁর ওপর কোন ধরনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রাদান করো না, যাতে তোমরা আকাশে মুক্তিপ্রাপ্ত হিসেবে গণ্য হতে পারো। মনে রেখো, নাজাত (পরিত্রাণ) এমন কোন জিনিষের নাম নয় যা মৃত্যুর পরে প্রকাশ লাভ করবে বরং প্রকৃত নাজাত সেটিই যা এ জগতেই আপন জ্যোতি প্রকাশ করে। সত্যিকার নাজাতপ্রাপ্ত কে? সে-ই, যে বিশ্বাস করে আল্লাহ্‌তাআলা সত্য এবং মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর এবং সৃষ্টির মাঝে শাফী বা 'মধ্যবর্তী যোজক' এবং আকাশের নীচে তাঁর সমপর্যায়ের অন্য কোন রসূল নেই এবং পবিত্র কুরআনের মর্যাদায় অন্য কোন ধর্মগ্রন্থও নেই। অন্য কাউকে আল্লাহ্‌তাআলা চিরস্থায়ী জীবন দানের ইচ্ছা করেন নি, কিন্তু তাঁর মনোনীত এই নবী চিরঞ্জীব" (কিশতিয়ে নূহ পৃঃ ১৩)।

হযরত মির্যা সাহেব তাঁর সমস্ত রচনায় ও বক্তব্যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের (সাঃ) প্রশংসা ও মাহাত্ম্য তুলে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন : "আমি এখন কেবল আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্য হিসেবে অতি জরুরী এ বিষয়টি জানাচ্ছি। আল্লাহ্‌তাআলা চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর প্রারম্ভে সুরক্ষিত ইসলাম ধর্মের সংস্কার ও সমর্থনের উদ্দেশ্যে আমাকে তাঁর পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট করে প্রেরণ করেছেন। এই রোগাক্রান্ত যুগে কুরআন শরীফের মাহাত্ম্য আর মহানবী মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা আমার কর্তব্য। আর খোদাপ্রদত্ত আত্মিক জ্যোতিঃপূর্ণ অনুগ্রহরাজি ঐশীনিদর্শন ও খোদাপ্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান দ্বারা ইসলাম ধর্মের ওপর আক্রমণকারী সকল শত্রুকে প্রতিহত করাও আমার কাজ" ('বারকাতুদ্দোয়া' পুস্তক, রূহানী খাযায়েন, ষষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ৩৪)।

প্রিয় পাঠক মহোদয়, এখন একটু ভেবে দেখুন, এই নামধারী আলেম সমাজ কত জঘন্য মিথ্যায় জড়িত। তারা বলছে, হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) নাকি নিজেকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চেয়ে উত্তম নবী বলে ঘোষণা করেছেন, নাউযুবিল্লাহ্ । কিন্তু ইমাম মাহদী (আঃ) নিজেই বলেছেন, "আদম সন্তানের জন্য হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) ছাড়া এখন আর কোন রসূল আর শাফী (যোজক) নাই।" যদি তিনি নিজেকে সেই মহান নবীর চেয়ে বড় মনে করতেন তাহলে খোদা তাআলাই তাকে ধ্বংস করে দিতেন। কিন্তু খোদা তাআলা তাকে ধ্বংস করেননি বরং সারা পৃথিবীতে দিনের পর দিন তাঁর নাম ছড়িয়ে দিচ্ছেন। এই নামসর্বস্ব আলেমরা এভাবেই মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়ে সাধারণ জনগণকে আহমদীয়া বিরোধী আন্দোলনের দিকে ঠেলে দেন।

এ যুগে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-কে সবচেয়ে বেশি যিনি দুরূদ প্রেরণ করতেন এবং হৃদয়ে ভালবাসা সৃষ্টি করেছেন তিনি হলেন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রেমে এমন বিলীন হয়েছিলেন তিনি যে, তাঁর নিজের বলে কিছু ছিলো না। প্রকৃত গোলামীর ফলে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে উম্মতী নবী হিসেবে এই

পৃথিবীতে পাঠালেন। রসূল করীম (সাঃ)-এর প্রকৃত দাসত্ব ও গোলামীর ফলেই আল্লাহ্ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-কে এ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। আজ তাঁর সম্বন্ধেই নানা মিথ্যা অপবাদ রটনা করা হচ্ছে। অথচ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এমন কোন কথা বলেন নি যা ইসলাম ও রসূলুল্লাহ্র (সাঃ) বিন্দুমাত্র সম্মানহানীর কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাঁর রচিত প্রতিটি পুস্তকে ইসলামের সৌন্দর্য ও রসূল করীম (সাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন। রসূল করীম (সাঃ)-কে তিনি কি ধরনের ভালবাসতেন তা আমরা তাঁর কয়েকটি লেখার উদ্ধৃতির মাধ্যমেই বুঝতে পারবো।

হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর সর্বাধিক প্রশংসা ও গুণ কীর্তন করা এবং তাঁর প্রকৃত রূপ জগদ্বাসীর সম্মুখে তুলে ধরা কেবল প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জন্যই অবধারিত ছিল। আমরা জানি গত ১৫০০ বছরের মধ্যে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অগণিত প্রশংসাকারী এবং ভক্তি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনকারী হয়েছেন। কিন্তু যুগ ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) যেভাবে এই কামিল পুরুষ রাহমাতুল্লিল আলামীনের সর্বোচ্চ শান ও মুকাম এবং উৎকৃষ্টতম চরিত্র ও গুণাবলীর প্রভূত প্রশংসা করেছেন এবং প্রাণঢালা শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করেছেন, এর কোন তুলনাই নেই। তিনি হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর উচ্চ শান ও মুকাম এবং প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে গেছেন এবং তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে এমন ইশ্‌ক ও মহব্বতমাখা শ্রদ্ধা-ভক্তি নিবেদন করেছেন যে তিনি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে গিয়েছেন। তিনি রসূল করীম (সাঃ)-এর মর্যাদা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, "আধ্যাত্মিক জীবন দানের ক্ষেত্রে কিয়ামতসদৃশ নমুনা সকল গুণের অধিকারী সেই ব্যক্তি প্রদর্শন করেছেন যাঁর মুবারক নাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। সম্পূর্ণ কুরআন প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত এই সাক্ষ্য বহন করছে। বস্তুত দুনিয়াতে একজনই কামিল ইনসান হয়েছেন সর্বোত্তমভাবে এবং পূর্ণরূপে এক অপূর্ব রূহানী বিপ্লব সৃষ্টি করে দেখিয়েছেন। যুগযুগান্তরের মৃতদের এবং সহস্র সহস্র বছরের গলিত অস্থিসমূহে প্রাণ সঞ্চার করেছেন। তাঁর আগমনে সমাধিসমূহ নব জীবন লাভ করল এবং তিনি প্রতীয়মান করে দেখালেন, তিনিই 'হাশির' বা সমবেতকারী এবং তিনিই রূহানী কিয়মত। এক জগৎ কবরসমূহ হতে উঠে তাঁর কদমের উপর দাঁড়াল" (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম)।

তিনি আরো বলেন, "আঁ হযরত (সাঃ)-এর চিরস্থায়ী জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ এটিও, হযরত মাম্‌দূহ্‌র (অর্থাৎ নবী করীম-সাঃ) চিরস্থায়ী কল্যাণ সদা সর্বদা জারী রয়েছে। এই যুগেও যেব্যক্তি আঁ হযরত (সাঃ)-এর অনুসরণ করে তাকে নিঃসন্দেহে কবর হতে উথিত করা হয় এবং তাকে এক নতুন রূহানী জীবন দান করা হয়" (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম)।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) রসূল করীম (সাঃ)-এর প্রেমে আরো বলেন, "স্মরণ রাখিও, প্রকৃত মুক্তি যে কেবল মৃত্যুর পরই প্রকাশ পায় এরূপ নয়, বরং প্রকৃত মুক্তি ইহজগতেই এর আলো প্রকাশ করে থাকে। প্রকৃত মুক্তি প্রাপ্ত কে? সে-ই, যে বিশ্বাস করে আল্লাহ্ সত্য এবং মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সমমর্যাদা বিশিষ্ট আর কোন রসুল নাই এবং কুরআনের সমতুল্য আর কোন কিতাব নাই। অন্য কোন মানবকেই খোদা তাআলা চিরকাল জীবিত রাখেন নি" (কিশতিয়ে নূহ)।

"সর্বাপেক্ষা উচ্চস্তরের জ্যোতি যা মানব তথা পূর্ণ মানবকে দেওয়া হয়েছে। তা ফিরিশ্‌তাগণের মধ্যে ছিল না, তারকায় তা ছিল না, তা পদ্মরাগমণি নীলকান্ত মণিতে ছিল না, চন্দ্রে তা ছিল না, সূর্যে তা ছিল না, তা ভূপৃষ্ঠে, সমুদ্রে ও নদীসমূহে ছিল না, তা পান্না, হীরক ও মতির মধ্যেও ছিল না, তা পার্থিব ও নৈসর্গিক বস্তুতে ছিল না, তা ছিল শুধু মানবের মধ্যে তথা 'পূর্ণ মানব'-এর মধ্যে। পূর্ণ ও সর্বোচ্চ মহীয়ান ও গরীয়ান, আমাদের প্রভু সৈয়্যদুল আম্বিয়া সৈয়্যদুল আহয়িয়া মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মধ্যে" (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম)।

কুরআন শরীফে হযরত খাতামুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যে উত্তম চরিত্র উল্লেখিত হয়েছে তা হযরত মূসা (আঃ) অপেক্ষা সহস্র গুণে উত্তম। কারণ আল্লাহ্‌তাআলা ইরশাদ করেছেন, হযরত খাতামুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মধ্যে সব উত্তম চরিত্রগুণ একত্র হয়েছে যেগুলো বিভিন্ন নবীর মধ্যে আংশিকভাবে ছিল।"

যুগ ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) যেরূপে তাঁর আকা ও প্রভুর শান ও মুকাম এবং সৌন্দর্য ও কামালিয়তকে উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণে উপলব্ধি করিয়েছিলেন তেমন দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাঁর প্রেমের দৃষ্টান্তস্বরূপ আরো কয়েকটি কথা পেশ করছি ঃ তিনি লিখেন "আল্লাহ্ তাআলার পরে মুহাম্মদের প্রেমে আমি বিভোর, তা যদি কুফরী মনে করা হয় তা হলে খোদার কসম! আমি বড় শক্ত কাফির" (ফারসী দূররে সামীন)। "ওহে প্রিয়! তোমার মহব্বত আমার অন্তরের অন্তঃস্তলে আমার সব ইন্দ্রীয়ে এবং আমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়েছে" (আরবী দূররে সামীন)। "সেই জ্যোতিতে আমি বিভোর হয়েছি–আমি তাঁরই হয়ে গেছি যা কিছু তিনিই, আমি কিছুই নই প্রকৃত মীমাংসা এটাই" (উর্দূ দূররে সামীন)। যদি সেই প্রিয়ের গলিতে তলওয়ার চলে তবে আমি প্রথম ব্যক্তি, যে সর্বপ্রথম প্রাণ দান করব" (ফার্সী দূররে সামীন)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব অতিরিক্ত এসিস্টেন্ট কমিশনার যিনি একজন বড় কবি এবং সাহিত্যিকও ছিলেন এবং হুযূর (আঃ)-এর জীবদ্দশায় বয়াত করেন নাই। তিনি ঘরে যা কিছু দেখেছেন এবং হুযূর (আঃ)-এর মধ্যে খুব কাছ থেকে যা কিছু লক্ষ্য করেছেন এর ভিত্তিতে বলেন, 'একটি বিষয় যা আমি পিতা মহোদয়ের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি তা এই, আঁ হযরত (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে কিঞ্চিৎ পরিমাণ আপত্তিও তিনি সহ্য করতে পারতেন না। যদি কোন ব্যক্তি আঁ হযরত (সাঃ)-এর শানের বিরুদ্ধে সামান্যতম কথাও বলতো, পিতা মহোদয়ের চেহারা রক্তবর্ণ হয়ে যেত এবং ক্রোধে তাঁর চক্ষু বিবর্ণ হয়ে যেত এবং তৎক্ষণাৎ সেই মজলিস থেকে তিনি উঠে পড়তেন। আঁ হযরত (সাঃ)-এর সঙ্গে পিতা মোহতরমের এত ইশ্‌ক ছিল এত ভালবাসা ছিল যে তা আমি কোন মানুষের মধ্যে দেখি নাই' (সীরাতুল মাহদী, পৃষ্ঠা-২১৯)।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর রসূল প্রেমের দৃষ্টান্ত যদি আমরা এভাবে তুলে ধরতে থাকি তাহলে বিশাল এক কিতাব হয়েও শেষ হবে না। কারণ তিনি যা কিছু বলেছেন সবই সেই মহান নবীর শিক্ষা থেকেই বলেছেন এবং করেছেন। আজ যারা বলে, মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব রসূল করীম (সাঃ)-কে বড় মনে করে না এবং মানে না, আমি বলি যারা এ ধরনের কথা বলে তারাই আসলে আমাদের প্রিয় নবীকে মান্য করে না এবং বড় মনে করে না। কারণ তারা ঈসা (আঃ)-এর পৃথিবীতে পুনরায় আগমনের অপেক্ষায় রয়েছে। তাই স্পষ্ট ভাবেই বলা যায় বর্তমানে যারা আহমদীয়া জামাতের বিরোধিতা করছে তারা নিজেরাই হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে বড় ও শেষ নবী হিসেবে মান্য করে না। তারা জানে না মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব যে ইসলামের জীবন পুনরায় ফিরিয়ে এনেছেন এবং তিনি যে এ যুগের সবচেয়ে বেশি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-কে ভালবেসেছেন এবং তাঁর প্রেমে বিলীন হয়েছিলেন যার ফলেই আল্লাহ্‌তাআলা তাঁকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ হিসেবে প্রেরণ করেছেন।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)এর রূহানী মাকাম বা মর্যাদা মূলতঃ হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুজতাবা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের হুবহু অনুসরণকারী ও পূর্ণ অনুকরণকারীর মর্যাদা। এত বেশি অনুসরণ ও অনুকরণ যে, এই অনুসরণের ফলে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) হযরত রসূল (সাঃ)-এর নূরে নূরান্বিত হয়ে হুযূর (সাঃ)-এর গুণাবলীতে গুণান্বিত হয়ে গেছেন। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) নিজেকে সম্পূর্ণরূপে রসূল (সাঃ)-এর মধ্যে বিলীন করে দিয়েছেন। আগুনে পর্যাপ্ত পরিমাণে পোড়ালে লোহা যেমন আগুনের রং ও গুণ হুবহু ধারণ করে তেমনি হযরত মাহদী (আঃ) আধ্যাত্মিকভাবে হযরত রসূল (সাঃ)-এর মধ্যে নিজেকে বিলুপ্ত করে নিজ সত্তাকে তাঁর মাঝে সম্পূর্ণ একীভূত করে দেবার ফলে, তাঁর মধ্যে হযরত রসূল (সাঃ)-এর পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে এবং তিনি 'ফানাফির রসূল' হয়ে রসূল করীম (সাঃ)-এর মধ্যে আত্মস্থ হয়ে গেছেন।

আগেই বলা হয়েছে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জন্য অবধারিত ছিল, তিনি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রেমে মগ্ন হবেন, ডুবে যাবেন। নিজেকে মুহাম্মদী নূরের মধ্যে নিমজ্জিত করে ফেলবেন বা হারিয়ে যাবেন। এভাবে তিনি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নূরের আধার হবেন এবং বিকাশক হবেন। এজন্য তাঁর নাম আহমদ হওয়া প্রস্তাবিত ও প্রতিশ্রুত।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) যে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাথে গভীর আন্তরিকতার সম্পর্ক রাখতেন এর সাক্ষ্য স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা প্রদান করেছেন। হুযূর (আঃ) লিখেছেন ঃ "এক রাতে আমি এত বেশি দুরূদ পাঠ করি যে, আমার মন প্রাণ সুগন্ধে ভরে গেল। অতঃপর, ঐ রাতেই স্বপ্নে দেখলাম, ফিরিশ্‌তাগণ 'আবেযুলাল' ধরনের নূরের মশক ভরে আমার বাড়ীতে এনে ঢালছেন। একজন তাদের মধ্য থেকে বললেন, এগুলো সেই বরকত যা তুমি দুরূদ শরীফের আকারে হুযূর (সাঃ)-এর প্রতি প্রেরণ করেছ" (বারাহীনে আহমদীয়া, চতুর্থ খন্ড)।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) যে হযরত রসূল করীম (সাঃ)-কে অসাধারণভাবে ভালবাসতেন এর আরেকটা দৃষ্টান্ত পেশ করছি। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এরই স্মরণে হযরত হাস্‌সান (রাঃ) একটি পংক্তি রচনা করেছিলেন। পংক্তিটির অর্থ হলো: হে আল্লাহ্‌র প্রিয় রসূল! তুমি আমার চোখের মণি ছিলে, যা আজ তোমার মৃত্যুতে অন্ধ হয়ে গেছে। এখন তোমার মৃত্যুর পর আর যে কেউই মরুক আমার তাতে কিছু আসে যায় না। আমিতো একমাত্র তোমার মৃত্যুর ভয়ে ভীত ছিলাম যা ঘটে গেছে। যখন হুযূর (আঃ) এই পংক্তি পাঠ করছিলেন তখন হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর চোখ দিয়ে পানি ঝরছিল। যখন হযরত সাহেবের চোখ দিয়ে পানি ঝরছিল, তখন একজন সাহাবী মসজিদে প্রবেশ করে ঐ অবস্থায় হযরত সাহেবকে দেখে বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, হুযূর, আপনার এত কষ্ট হচ্ছে কেন? কিছু ঘটেছে কি? হযরত সাহেব বললেন, আমি হযরত হাস্‌সান বিন সাবিত (রাঃ)-এর এই কবিতার পংক্তিটি পড়ছিলাম, আর ভাবছিলাম, হায়! যদি এমন সুন্দর কবিতাটির রচয়িতা আমি হতাম। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টই ফুটে উঠেছে, হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর হৃদয়ে কি অসাধারণ ভালবাসার স্থান ছিলো রসূল করীম (সাঃ)-এর জন্য।

–মৌঃ মাহমুদ আহমদ সুমন